ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উদ্ভিদবিজ্ঞান অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন
Dhaka University Botany Alumni Association (DUBAA)

প্রতিষ্ঠাকাল ২০১৫

ভূমিকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীগণ একটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন গঠন করার লক্ষ্যে ২০০৬ সাল হতে বিভিন্ন সময় উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগে মিলিত হয়ে আলোচনা করেন। অবশেষে ২০১৫ সনে প্রফেসর ড. কাজী আবদুল ফাত্তাহ্‌কে আহ্বায়ক করে ১৮ সদস্য বিশিষ্ট **"ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উদ্ভিদবিজ্ঞান অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন"** এর একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠিত হয়। ২০১৫ সনের ১৯ ডিসেম্বর কার্জন হল চত্তরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন মাননীয় উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক এর উপস্থিতিতে অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় আহবায়ক কমিটি কর্তৃক প্রণীত খসড়া গঠণতন্ত্র অনুমোদিত হয়। উক্ত অনুমোদিত খসড়া গঠনতন্ত্রটি অধিকতর সংশোধনকল্পে নিম্নে বর্নিত গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করা হলো।

গঠণতন্ত্র

অনুচ্ছেদ-১. সংগঠনের নাম

"ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উদ্ভিদবিজ্ঞান অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন"
Dhaka University Botany Alumni Association (DUBAA)

অনুচ্ছেদ-২. কার্যালয়

উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

অনুচ্ছেদ-৩. লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী

ক. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দের মাঝে সকল পর্যায়ে প্রীতি ও সৌহার্দ্য স্থাপনের মধ্য দিয়ে যোগাযোগ স্থাপন।
খ. সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অ্যালামনাই সদস্যদের ছবি সহ জীবন বৃত্তান্ত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ।
গ. সকলের মাঝে অধিকতর সম্প্রীতি ও মত বিনিময়ের প্রয়াসে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বার্ষিক ভোজ, আনন্দ ভ্রমণ ইত্যাদি আয়োজন।
ঘ. বাংলাদেশের উদ্ভিদ বৈচিত্র্য, পরিবেশ ও বন সংরক্ষণে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ।
ঙ. উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের স্বার্থ সংরক্ষণ, সার্বিক উন্নয়ন ও কল্যানার্থে বিভিন্ন ট্রাস্ট গঠন, অনুদান, বৃত্তি প্রদান বিষয়ক কল্যাণমূলক কাজ করার লক্ষ্যে তহবিল গঠন।
চ. গঠনতান্ত্রিক উপায়ে অ্যালামনাই বৃন্দের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত স্বার্থ সংরক্ষণ।
ছ. সংগঠনের সকল কার্যাবলি হবে রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক প্রভাবমুক্ত।

অনুচ্ছেদ-৪. সদস্য হওয়ার যোগ্যতা ও চাঁদা

ক. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ হতে বি.এস.সি.(অনার্স)/ বি.এস.(অনার্স)/এম.এস.সি./এম.এস./এম. ফিল/পি.এইচ.ডি সনদ প্রাপ্তরা সদস্য হতে পারবে।
খ. সাধারণ সদস্য ফি: বাৎসরিক ফি টাকা-১০০০/- (এক হাজার) টাকা।
গ. জীবন সদস্য ফি: ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা।
ঘ. বিদেশে অবস্থানকারীর জীবন সদস্য ফি: বৈদেশিক মুদ্রায় US $ ১০০ (One hundred) অথবা সমমূল্যের বাংলাদেশী টাকা।
ঙ. দাতা সদস্য (Donor Member): সংগঠনের তহবিলে ন্যূনতম ১,০০,০০০/ (এক লক্ষ) টাকা প্রদান করে দাতা সদস্য হওয়া যাবে।
চ. হিতৈষী সদস্য/শুভাকাঙ্খী সদস্য: DUBAA-র সদস্য নন কিন্তু সংগঠনের কল্যানে যিনি বৃত্তি, ট্রাস্ট, অনুদান বা অন্য কোন তহবিলে এক লক্ষ টাকা বা তার উর্ধে অর্থ প্রদান করবেন তিনি হিতৈষী সদস্য বা শুভাকাঙ্খী সদস্য হিসাবে বিবেচিত হবেন। হিতৈষী/ শুভাকাঙ্খী সদস্যগন DUBAA-র কোন পরিষদে কোন পদে নিয়োজিত থাকবেন না বা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।
তবে তাঁরা অ্যাসোসিয়েশনের বিভিন্ন কর্মসূচী/অনুষ্ঠানে যোগদান করতে পারবেন।
ছ. হিতৈষী সদস্য/শুভাকাঙ্খী সদস্য ব্যতীত উপরে বর্নিত অন্যান্য সকল শ্রেণির সদস্যগন DUBAA-র যে কোন পরিষদের যে কোন পদে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন বা যে কোন পদে মনোনীত হতে পারবেন অথবা যে কোন পদে নিয়োজিত থাকতে পারবেন।

অনুচ্ছেদ-৫. সাংগঠনিক কাঠামো

এই সংগঠনে নিম্নলিখিত তিনটি পরিষদ থাকবে। যথা:-
(ক) সাধারণ পরিষদ
(খ) কার্যনির্বাহী পরিষদ
(গ) উপদেষ্টা পরিষদ

(ক) সাধারণ পরিষদ: গঠন, দায়িত্ব ও ক্ষমতা

(১) এই সংগঠনের সকল সদস্য সাধারণ পরিষদের সদস্য হবেন।
(২) এই সংগঠনের মুল পরিষদ হিসেবে সাধারণ পরিষদকে গণ্য করা হবে।
(৩) সাধারণ পরিষদের সদস্যগণ কার্যনির্বাহী পরিষদ ও উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন।

(৪) সদস্যগণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।
(৫) সদস্যগণ সংগঠনের গঠনতন্ত্র অনুমোদন, সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।
(৬) সদস্যগণ সাধারণ সভায় যোগ দিতে পারবেন।
(৭) সদস্যগণ বার্ষিক প্রতিবেদন, বার্ষিক বাজেট এবং বিগত বছরের আর্থিক প্রতিবেদনের উপর মত প্রকাশ করতে পারবেন।
(৮) সদস্যগণ সংগঠনের কল্যাণ ও বিস্তারে প্রকল্প প্রস্তাব আনতে পারবেন।
(৯) কার্যনির্বাহী পরিষদ সম্পর্কে কোন অভিযোগ উপস্থাপিত হলে সাধারণ পরিষদ সভার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।
(১০) ব্যাপক পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য সাধারণ পরিষদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।
(১১) সভাপতির অনুমতিক্রমে সাধারণ সম্পাদক প্রয়োজনে সাধারণ পরিষদের অতিরিক্ত সভা অথবা বর্ধিত সভা অথবা জরুরী সভা ডাকবেন।
(১২) সাধারণ পরিষদ কমপক্ষে বৎসরে একটি সভায় মিলিত হবে। এ সভার তারিখ, সময় ও স্থান কমপক্ষে ১৫ দিন আগে সদস্যবৃন্দকে জানাতে হবে।
(১৩) তলবি সভা: বিশেষ প্রয়োজনে সাধারণ সদস্যদের ১/৩ ভাগ সদস্য কর্তৃক স্বাক্ষরিত সদস্যদের উদ্যোগে সভাপতি ও সাধারন সম্পাদককে অবহিত করে ১৫ দিনের নোটিশে তলবি সভা ডাকা যাবে।
- ❖ তলবি সভায় সংগঠন বিরোধী কোন সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে না।
- ❖ গঠনতন্ত্র পরিবর্তন/পরিবর্ধন/সংশোধন করা যাবে না।
- ❖ তলবি সভার সিদ্ধান্ত কার্যকরীর জন্য সাধারন পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ও সম্মতির প্রয়োজন হবে।

(খ) কার্যনির্বাহী পরিষদ-

(অ) গঠন: এই সংগঠনের ৩১ সদস্য বিশিষ্ট একটি কার্যনির্বাহী পরিষদ থাকবে।

১. সভাপতি	১
২. সহ-সভাপতি	৫ (দুই জন নির্বাচিত, দুই জন নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক মনোনীত এবং একজন পদাধিকার বলে)
৩. কোষাধ্যক্ষ	১
৪. সাধারণ সম্পাদক	১
৫. যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক	২
৬. সাংগঠনিক সম্পাদক	১
৭. বৃত্তি/কল্যাণ সম্পাদক	১
৮. সাংস্কৃতিক সম্পাদক	১
৯. প্রচার সম্পাদক	১
১০. প্রকাশনা সম্পাদক	১
১১. দপ্তর সম্পাদক	১
১২. নির্বাহী সদস্য	১৫ (১৩ জন নির্বাচিত ও ০২ জন পদাধিকার বলে)
	মোট = ৩১ (একত্রিশ)

** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান পদাধিকার বলে নির্বাহী পরিষদের সহ-সভাপতি থাকবেন।
** সহ-সভাপতির ০৫ টি পদের মধ্যে ০২ টি পদ অর্থাৎ ০২ জন নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক মনোনীত হবেন। উক্ত ০২ জনের মধ্যে ন্যুনতম ০১ জন ট্রাস্ট ফান্ড দাতাদের (ট্রাস্টকারীদের) মধ্য থেকে মনোনীত হতে হবেন।
** দাতা সদস্যদের মধ্য থেকে পদাধিকারবলে চক্রপরিক্রমায় ০২ জন নির্বাহী পরিষদের সদস্য হবেন।
** নির্বাহী পরিষদ প্রয়োজনবোধে আরো ০২জন সদস্যকে পরিষদে কো-অপট করতে পারবে।

(আ) কার্যনির্বাহী পরিষদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা

(১) এই সংগঠনের মুখপাত্র হিসেবে কার্যনির্বাহী পরিষদ দায়িত্ব পালন করবে।
(২) কার্যনির্বাহী পরিষদ সংগঠনের সকল কার্যাবলীর জন্য সাধারণ পরিষদের নিকট দায়ী থাকবে।
(৩) সাধারণ পরিষদের সভা সুষ্ঠভাবে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবে।
(৪) কার্যনির্বাহী পরিষদ বিভিন্ন কার্যাবলী পরিচালনা করার নিমিত্তে সুস্পষ্ট কার্যক্রম নির্ধারণ পূর্বক উপ-কমিটি গঠন করতে পারবে।
(৫) কোন সদস্য সংগঠনের স্বার্থবিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হলে কার্যনির্বাহী পরিষদ সাধারণ পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
(৬) সংগঠনের উন্নতিকল্পে কার্যনির্বাহী পরিষদ প্রকল্প ও পরিকল্পনা গ্রহন করবে।
(৭) কার্যনির্বাহী পরিষদ প্রতি তিন মাসে কমপক্ষে একটি সভায় মিলিত হবে। এ সভার তারিখ, সময় ও স্থান কমপক্ষে সাত দিন আগে সদস্যবৃন্দকে জানাতে হবে।
(৮) বিশেষ প্রয়োজনে মাত্র একটি বিষয়ে আলোচনার জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদের জরুরী সভা ২৪ ঘন্টার নোটিশে আহ্বান করা যাবে।
(৯) নির্বাহী পরিষদের কোন সদস্য সভাপতি অথবা সাধারণ সম্পাদককে অবহিত না করে পর পর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকলে নির্বাহী পরিষদে তাঁর সদস্য পদ বাতিল বলে গন্য হবে। নির্বাহী পরিষদের সভায় আলোচনাক্রমে সংখ্যাধিক্য সদস্যের সমর্থনে এই শূন্য পদ পূরণ করা যাবে। তাছাড়া কোন কারনে নির্বাহী পরিষদের কোন পদ শূন্য হলে নির্বাহী পরিষদের সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে উক্ত শূন্য পদ পুরণ করা যাবে।
(১০) নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত শূন্য পদগুলি সংখ্যাগরিষ্ঠতার মতামতের ভিত্তিতে নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক পূরণ করা যাবে।

(গ) উপদেষ্টা পরিষদ

১) অ্যাসোসিয়েশনের ১৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা পরিষদ থাকবে।

২) উপদেষ্টা পরিষদ গঠনের নিমিত্তে প্রয়োজনবোধে বার্ষিক সাধারণ সভায় নাম আহবান করা যাবে।

৩) নির্বাহী পরিষদ নির্বাচন/মনোনয়নের পরবর্তী প্রথম সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হবে।

৪) উপদেষ্টা হওয়ার যোগ্যতা:

- রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ সম্মানিত ব্যক্তি।
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খ্যাতিসম্পন্ন সম্মানিত ব্যক্তি।
- বিশিষ্ট উদ্ভিদ বিজ্ঞানী।
- ট্রাস্ট ফান্ড প্রতিষ্ঠাকারী/সৃস্টিকারী বা ট্রাস্ট ফান্ড দাতা (ট্রাস্টকারী)।
- দাতা সদস্য

তবে শর্ত থাকে যে, যিনি উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হবেন তাকে অবশ্যই "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উদ্ভিদ বিজ্ঞান অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন" এর সদস্য হতে হবে।

অনুচ্ছেদ -৬. নির্বাচন ও মেয়াদকাল

ক) কার্যনির্বাহী পরিষদ সংগঠনের সাধারণ সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন অথবা সাধারণ পরিষদের সভায় সমঝোতার ভিত্তিতে মনোনীত হবেন অথবা সাধারণ পরিষদের সভায় উপস্থাপিত প্রস্তাবের ভিত্তিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন/অনুমোদনক্রমে মনোনীত হবে।

খ) নির্বাচনের ক্ষেত্রে কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করতে হবে। জ্যেষ্ঠ সদস্য দ্বারা নির্বাচন কমিশন গঠিত হবে।

গ) নির্বাচন কমিশন দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভায় নির্বাচনের ফলাফল/মনোনয়নের ফলাফল ঘোষনা করবেন।

ঘ) নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু করার পূর্বে নির্বাচনের বাজেট ও নির্বাচনের সার্বিক বিষয়াদি নিয়ে নির্বাচন কমিশন নির্বাহী পরিষদের সাথে আলাপ-অলোচনা করবেন। নির্বাহী পরিষদ নির্বাচন কমিশনকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন।

ঙ) নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত ফলাফলে নির্বাহী পরিষদের সদস্যদের সংখ্যা যদি অর্ধেকের বেশী অপুরণীয় থাকে তাহলে ঐ নির্বাচন বাতিল বলে গন্য হবে। তবে অর্ধেক সংখ্যক এর কম শূন্যপদ থাকলে নির্বাহী পরিষদের সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে শূন্যপদগুলি পুরন করা যাবে।

চ) স্বাভাবিক অবস্থায় কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদকাল ২ (দুই) বৎসর। ১লা জানুয়ারী হতে মেয়াদকাল গণনা করা হবে।

ছ) বিশেষ প্রয়োজনে কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে ০৩ (তিন) মাসের জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাবে।

অনুচ্ছেদ-৭. কোরাম

বার্ষিক সাধারণ সভা ব্যতিত এই সংগঠনের যে কোন স্তরের সভা এক তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম হবে। বার্ষিক সাধারণ সভায় (এজিএম) ১০০ জন সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হবে।

অনুচ্ছেদ-৮. প্রধান পৃষ্ঠপোষক

এই সংগঠনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হবেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য।

অনুচ্ছেদ-৯. কর্মকর্তাবৃন্দের কর্মপরিধি

(ক) সভাপতি অত্র সংগঠনের গঠনতান্ত্রিক প্রধান। সাধারণ পরিষদ ও কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় তিনি সভাপতিত্ব করবেন। বিশেষ প্রয়োজনে সভাপতি সর্বপ্রকার সভা ডাকতে পারবেন।

(খ) সভাপতির অনুপস্থিতিতে বয়োজ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে একজন সহ-সভাপতি সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন এবং সভায় সভপতিত্ব করবেন।

(গ) সভায় কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে সভাপতি একটি নির্ধারনী ভোট প্রদান করতে পারবেন।

(ঘ) সভায় অধিকাংশ সদস্যের মতামতই যেকোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

(ঙ) সাধারণ সম্পাদক এই সংগঠনের প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি সংগঠনের দলিলপত্রাদি, সভার কার্যবিবরণী ও অন্যান্য নথিপত্র সংরক্ষণ করবেন এবং এ সম্পর্কে কার্যনির্বাহী পরিষদের নিকট দায়ী থাকবেন।

(চ) কোষাধ্যক্ষ সংগঠনের সকল আর্থিক লেন-দেন এর দায়ীত্বে থাকবেন। কার্যনির্বাহী কমিটির নিয়মিত সভায় আর্থিক বিষয়ে তথ্য উপস্থাপন করবেন। নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্দিষ্ট ব্যাংকে সমিতির অর্থ লেনদেনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। নিত্য নৈমত্তিক কার্য পরিচালনার জন্য এক সঙ্গে সর্বোচ্চ টাকা ২০,০০০/ (বিশ হাজার) টাকা নগদ হিসাবে তহবিল রাখতে পারবেন। তিনি বার্ষিক সাধারণ সভায় আয়-ব্যয় বিবরণী বা আর্থিক প্রতিবেদন পেশ করবেন।

(ছ) যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাধারন সম্পাদকের দায়িত্ব পালনে সর্বপ্রকার সহায়তা করবেন। সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে জেষ্ঠতার ভিত্তিতে একজন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাধারণ সম্পাদকের সকল দায়িত্ব পালন করবেন।

(জ) নির্বাহী পরিষদের অন্যান্য কর্মকর্তা/সদস্যগন অ্যাসোসিয়েশনের স্বার্থে তাঁদের নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করবেন এবং নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অর্পিত অন্য যেকোন দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকবেন।

অনুচ্ছেদ-১০. তহবিল ও হিসাব রক্ষনাবেক্ষণ

ক) আয়ের উৎস- সদস্য অন্তর্ভূক্তি ফি, সদস্য চাঁদা, অনুদান, সৌজন্যমূলক অনুদান, সংগঠন আয়োজিত কোন অনুষ্ঠান বা প্রদর্শনীর টিকেট বা কূপন বা কার্ড বিক্রয়লব্দ অর্থ, স্যুভেনীর এ প্রকাশিত বিজ্ঞাপন বাবদ প্রাপ্ত অর্থ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের বিশেষ অনুদান, বার্ষিক সমাবেশের রেজিস্ট্রেশন ফি এবং সরকারী/বেসরকারী অনুদান ইত্যাদি।

খ) আদায়কৃত অর্থ ঢাকা নগরীর যেকোন তফসিলি বানিজ্যিক ব্যাংকের যে কোন শাখায় সংগঠনের নামে চলতি/সঞ্চয়ী হিসাব খুলে জমা রাখা হবে।

কার্যকরী কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এফ.ডি.আর আকারে/ অন্যকোন স্থায়ী আমানত হিসেবে ব্যাংকে টাকা জমা রাখা যাবে।

গ) সংগঠনের অফিস পরিচালনা, যোগাযোগ, মুদ্রন, সভার আপ্যায়ন, বিভিন্ন প্রোগ্রামে ব্যয় নির্বাহে আদায়কৃত অর্থ নির্বাহী পরিষদের অনুমোদনক্রমে ব্যয় করা যাবে।

ঘ) কোষাধ্যক্ষ ও সভাপতি কিংবা কোষাধ্যক্ষ ও সাধারণ সম্পাদক এর যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক এর আর্থিক লেন দেন পরিচালিত হবে। তবে কোন বিশেষ কারনে কোন সময়ে কোষাধ্যক্ষ অনুপস্থিত থাকলে সে সময় অত্যাবশ্যকীয় কোন জরুরী কারণে ব্যাংক থেকে টাকা উত্তোলনের প্রয়োজন হলে সেক্ষেত্রে নির্বাহী পরিষদের অনুমোদনক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের স্বাক্ষরে টাকা উত্তোলন করা যাবে।

ঙ) খরচের সকল নথিতে কোষাধ্যক্ষ ও সাধারণ সম্পাদকের স্বাক্ষর থাকতে হবে।

চ) নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক নিয়োজিত নিরীক্ষা সংস্থা দ্বারা নিরীক্ষীত হিসাব অনুমোদনের জন্য বার্ষিক সাধারণ সভায় পেশ হবে।

অনুচ্ছেদ -১১. ট্রাস্ট ফান্ড

যেকোন সম্মানিত সদস্য অথবা উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের যে কোন প্রাক্তন শিক্ষার্থী অথবা প্রয়াত প্রাক্তন শিক্ষার্থীর পরিবারের সদস্য বা আত্মীয় স্বজন বা শুভাকাঙ্খী উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের এবং এ বিভাগে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের কল্যানার্থে এককালীন ন্যুনতম ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা একক বা যৌথভাবে প্রদান করে তাঁদের পছন্দনীয় নামে ট্রাস্ট ফান্ড গঠন বা প্রতিষ্ঠা বা সৃষ্টি করতে পারবেন। ট্রাস্ট ফান্ড প্রতিষ্ঠাকারী/ সৃষ্টিকারী বা ফান্ড দাতা "ট্রাস্টকারী সদস্য" হিসেবে বিবেচিত হবেন। নিম্নোক্ত নীতিমালার ভিত্তিতে ট্রাস্ট ফান্ড পরিচালিত হবে-

১) **ট্রাস্টি বোর্ড:** ট্রাস্ট ফান্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নিম্নরুপ একটি ট্রাস্টি বোর্ড গঠিত হবে।

ক) সভাপতি - DUBAA-র সভাপতি।

খ) সদস্য - DUBAA-র সাধারণ সম্পাদক।

গ) সদস্য - DUBAA-র কোষাধ্যক্ষ।

ঘ) সদস্য - ট্রাস্ট ফান্ড প্রতিষ্ঠাকারী/ ট্রাস্ট ফান্ড দাতা/ ট্রাস্টকারী

ঙ) সদস্য - ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান।

চ) সদস্য - নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক মনোনীত একজন

২) উক্ত ট্রাস্টি বোর্ড ট্রাস্ট ফান্ড পরিচালনা সংক্রান্ত যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

৩) ট্রাস্ট ফান্ড প্রতিষ্ঠার জন্য প্রদত্ত টাকা বাংলাদেশের কোন নির্ভরশীল তফসিলি ব্যাংকে এফ ডি আর বা স্থায়ী আমানত হিসেবে গচ্ছিত থাকবে।

৪) শুধুমাত্র মুনাফার টাকা বৃত্তিমূলক বা কল্যানমূলক কাজে ব্যয় হবে।

৫) আলাদা আলাদা নামে ট্রাস্ট ফান্ড দাতাদের মতামতের ভিত্তিতে ট্রাস্ট ফান্ডের নামকরণ করা যাবে।

৬) ট্রাস্ট ফান্ডের প্রতিটি ব্যাংক একাউন্ট নিম্নলিখিত ৪ (চার) জনের স্বাক্ষর দ্বারা পরিচালিত হবে। DUBAA-র সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ, ট্রাস্ট ফান্ড দাতা। উক্ত চার জনের মধ্য থেকে তিন জনের স্বাক্ষর দ্বারা ব্যাংক হিসাবের টাকা লেনদেন করা যাবে, যথা- কোষাধ্যক্ষ ও ট্রাস্ট ফান্ড দাতা আবশ্যকীয় এবং সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এদের মধ্য থেকে যেকোন একজন।

৭) ট্রাস্ট ফান্ড দাতা সদস্য বা ট্রাস্টকারী একাধিক হলে ব্যাংক হিসাব পরিচালনার জন্য ট্রাস্টকারীগন তাদের মধ্য থেকে যেকোন একজনকে স্বাক্ষরকারী হিসেবে মনোনীত করবেন।

৮) কোন ট্রাস্ট ফান্ডের দাতা (ট্রাস্টকারী) একাধিক ব্যক্তি থাকলে তাদের মধ্য থেকে ট্রাস্টকারীগণ কর্তৃক মনোনীত যেকোন একজন ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য হবেন।

অনুচ্ছেদ-১২. রেজিস্টার/সিল মোহর

সংগঠনের কার্যাবলী পরিচালনার নিমিত্তে নিম্ন লিখিত রেজিস্টার ও সিল মোহর থাকবে।

১. সদস্য রেজিস্টার, ২. গঠনতন্ত্র, ৩. ষ্টক রেজিস্টার, ৪. ক্যাশবুক, ৫. নোটিশ রেজিস্টার, ৬. ডেসপাস রেজিস্টার, ৭. রেজুলেশন বই, ৮. চাঁদা আদায় রশিদ/রেজিস্টার, ৯. নথি রেজিস্টার, ১০. সিল মোহর- সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ, ১১. মন্তব্য রেজিস্টার।

অনুচ্ছেদ- ১৩. সংগঠনের প্রতীক

১) সংগঠনের একটি নিজস্ব প্রতীক (লোগো) থাকবে।

২) সংগঠনের অফিসিয়াল প্যাডে নিজস্ব প্রতীক ব্যবহৃত হবে।

অনুচ্ছেদ-১৪. গঠনতন্ত্রের সংশোধনী ও বিশেষ বিধান

১) কোন বিষয় সম্পর্কে গঠনতন্ত্রে উল্লেখিত অনুচ্ছেদগুলিতে কোন নির্দেশনা বা বিধান পাওয়া না গেলে অথবা গঠনতন্ত্রের বিদ্যমান কোন অনুচ্ছেদ প্রয়োগ বা ব্যাখ্যার অসংগতি বা অসামঞ্জস্য দেখা দিলে সেক্ষেত্রে কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত দ্বারা সাময়িক ভাবে কার্য পরিচালনা করা যাবে। তবে তা পরবর্তী সাধারণ পরিষদের সভায় অনুমোদন করে নিতে হবে।

২) সংগঠনের কার্য পরিচালনায় কোন সমস্যা বা অচল অবস্থার সৃষ্টি হলে অথবা বিশেষ প্রয়োজনে সাধারণ পরিষদের সভায় উপস্থিত সদস্যদের দুই তৃতীয়াংশ এর সমর্থনে গঠনতন্ত্রের যে কোন অনুচ্ছেদের পরিবর্তন/পরিবর্ধন/পরিমার্জন/সংশোধন করা যাবে।